IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

বাংলা স্ল্যাং বা গালাগাল ও ভাষা : দক্ষিণ দিনাজপুরের নারী

ধীরাজ সরকার

পৃথিবীর আদি সৃষ্টিতত্ত্বে মানুষ আদিম সমাজে প্রথমে সুখে স্বাচ্ছন্দে বনের উপর নির্ভর করে বসবাস করত। বনে বসবাসকালে সামাজিক সুসম্পর্ক তাদের জীবনকে আরও সমৃদ্ধ করে তোলে । তারা এক থেকে দুই হয়, দুই থেকে তিন, তিন থেকে চার, এভাবে পরিবার, গোষ্ঠীতে পরিণত হয় । ধীরে ধীরে সংসার তথা গোষ্ঠী তথা দলগত জীবনের জটিল আবর্তে তাদের সমষ্টিস্বার্থের চেয়ে ব্যাক্তিস্বার্থ প্রবল হয়ে ওঠে। জীবন যুদ্ধে প্রতিযোগিতার লড়াইয়ে তারা শামিল হয়ে মানসিক টানাপোড়েনে পড়ে। খাদ্য ও খাদকের পরিপূর্ণতার যুদ্ধে তারা পর্যদুস্ত হয়ে পড়ে। এভাবে শুরু হয় মানসিক পীড়ন। তারা ধীরে ধীরে স্বচ্ছ জীবনযাত্রার মাঝে প্রতিবন্ধকতা ,মানসিক সংযোগে বিচ্ছিন্নতা দেখতে থাকে। শুরু হয় মানসিক যন্ত্রণা। সামাজিক বিধি নিষেধের বিরুদ্ধে ,শত্রুর বিরুদ্ধে, মানসিক যন্ত্রণা। এই লড়াই শারীরিক হওয়ার পরিবর্তে , মানুষ ভাষাকে তার লড়াইয়ের অস্ত্র হিসেবে খুঁজে নেয়। শুরু করে মানসিক আঘাত প্রদানকারী ভাষা ব্যবহার করতে; সামাজিক বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে, বিবেক বোধের বিরুদ্ধে। ব্যক্তিস্বার্থে আঘাত বা অজ্ঞানতা থেকে বা ভুল বোঝাবুঝি থেকে, একে অপরের প্রতি মানসিক রাগ প্রকাশ করতে মানুষ বেছে নেয় কিছু অসামাজিক শব্দ বা অশালীন বাক্য। সৃষ্টি হয় পক্ষ-বিপক্ষের, বাদ-প্রতিবাদের। আর মানসিক শান্তি খুঁজে নিতে, মনের সমস্ত ক্ষোভ মেটাতে শুরু হয় গালাগালি ।

০৬.০১) স্ল্যাং বা গালাগাল কি -

প্রখ্যাত ভাষাতত্ত্ববিদ সুকুমার সেন মহাশয় তাঁর "ভাষার ইতিবৃত্ত" গ্রন্থে বলেছেন,

"যে শব্দ বা পদ ভদ্র লোকের কথ্যভাষায় ও লেখ্য ভাষায় প্রয়োগ হয় না এবং যাহার উৎপত্তি কোন ব্যক্তি বিশেষের অথবা দল বিশেষের হীন ব্যবহার হইতে, তাহাই ইতর শব্দ বা স্ল্যাং"। [১]

তবে প্রতিদিন মানুষ তার মনের স্বাভাবিক ক্রিয়ায় বিভিন্ন শব্দ , শব্দগুচ্ছ ও বাক্য ব্যবহার করে থাকে। ক্রোধ, ক্ষোভে প্রতিপক্ষের উপর রাগ প্রকাশের জন্য শব্দকে মনের ইচ্ছামতো বিকৃত করে ,অন্য বিভিন্ন ধরনের শব্দ ব্যবহার করে যা সমাজে শোভনীয় নয় । যা প্রতিপক্ষের গায়ের জ্বালা উৎপন্ন করে, সেগুলোই অশ্লীল শব্দ বা ইতর শব্দ বা গালি বা বদ কথা বা অকথ্য ভাষা বা জন বুলি বা অপভাষা বা চাষা কথা । তবে এর শিকড় খোঁজা মুশকিল। কখন ,কোথায় ,কেন ,কেমন করে গালাগালি সৃষ্টি হয়েছে তা বলা কঠিন থেকে কঠিনতর।

অক্সফোর্ড ইংলিশ ডিকশনারি তে Sir William Alexander Craigie (1867-1957)- মহাশয়ের সাথে সুর মিলিয়ে বলা যায়,

Slang ; a word of can't origin অর্থাৎ যার উৎস সম্পর্কে অস্পষ্টতা আছে।

Slang অর্থাৎ গালাগালির ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে 'Encyclopedia Slang' নিবন্ধে Eric Pertridge মহাশয় বলেছেন –

"Slang itself originally a slang is asking to sling (compare "to sling off at". to jeer or taunt) and to such Norwegian terms as 'slenja- ord' , "a slang word" and 'slenja-kelten' , "to sling the jaw"--- that is to speak abusively." [২]

Slang -ইংরেজি প্রতিশব্দ এর বাংলা পরিভাষা গালাগাল হয়ে থাকে । তবে অনেকে মনে করেন, আরো পরিভাষা আছে। গালাগাল বাদেও এই ইংরেজি শব্দটি Norwegian থেকে উৎপন্ন বলে প্রায় সকলে একমত । Eric Petridge মহাশয়ও তাই মনে করেন । তবে Walter Skeat মহাশয় অক্সফোর্ড ভাষাবিদ 'Etymological Dictionary of the English language' (1879-1882) গ্রন্থে 'slang' শব্দের ব্যুৎপত্তি সম্পর্কে scandineshio ভাষার গুরুত্ব কে স্বীকার করেছেন। অবশ্য পরবর্তী সমস্ত ভাষাবিদ ,নরওয়েজীয়র কথাকে এক বাক্যে স্বীকার করে নিয়েছেন। 'Slang' এর বাংলা পরিভাষা হিসেবে গালাগাল ছাড়াও, অনেক রকম পরিভাষা কে স্বীকার করার কথা বলা হয়েছে।

সুকুমার সেন মহাশয় slang এর পরিভাষা হিসেবে, ইতর শব্দ কে মান্যতা দিয়েছেন।

পবিত্র সরকার মহাশয় মনে করেন, "বদবুলি বা বদ কথা হল স্ল্যাং এর পরিভাষা"।[৩]

কুমারেশ ঘোষ মহাশয় মতে, স্ল্যাং 'জনবুলি'।[৪]

বসুমিত্র মজুমদার মহাশয় এর মতে স্ল্যাং হল 'অবরশব্দ'.[৫]

অভ্র বসু মহাশয় মতে স্ল্যাং পরিভাষা স্ল্যাং।[৬]

পবিত্র সরকার মহাশয় এইসব ইতর শব্দ বা গালাগাল কে ভার্বাল ভায়োলেন্স বলেও মান্যতা দিয়েছেন । তবে অভ্র বসু মহাশয় স্ল্যাং কে বকিটকি বা রকের ভাষা বা walkie Talkie বলেও মান্যতা দিয়েছেন ।

স্ল্যাং এর পরিভাষার ক্ষেত্রে ভক্তি প্রসাদ মল্লিক মহাশয় এর অভিমত ভিন্ন প্রকার। তার মতে,

"স্ল্যাং এর পরিভাষায় ইতর ভাষা বা ইতর শব্দ, অপাংক্তেয় শব্দ, অপভাষা বা অপশব্দ, অপভাষা, অপদার্থ শব্দ এগুলো অসম্পূর্ণ পরিভাষা। তার মতে, ইতর ভাষা হচ্ছে vulgar tongue, ঝগড়ার ভাষা, হালকা বা অপ্রচলিত অজানা বুলিকে ইতর ভাষা বলা বিজ্ঞান সম্মত নয় । স্ল্যাং কি ইতর প্রয়োগ? আমাদের দেশের কোনো কোনো ভাষাবিজ্ঞানী স্ল্যাং কে বলেছেন ইতর ভাষা । স্ল্যাং এর vulgar tongue কে তাঁরা এক করে বুঝেছেন । Shakespearean slang নিশ্চয়ই ইতর প্রয়োগ নয় । এরা একবার অন্তত আলস্য ত্যাগ করে Encyclopedia Britannica দেখে কলম ধরলে ভালো করতেন। তাছাড়া anti language অর্থ ইতর ভাষা হবে কেন?" [৭]

আসলে স্ল্যাং বা গালাগাল জীবন্ত ভাষার অঙ্গ। সমাজের জীবন্ত সজীব এক সদা ব্যবহৃত ভাষা স্ল্যাং। শব্দের সজীব মনের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ার সতেজ প্রাণবন্ত ভাষা হল স্ল্যাং বা গালাগাল। তাইতো হ্যালিডে ভাষার কোন রূপকেই ইতর নামে পরিচিত করতে চাননি। হ্যালিডে মতে, “Process of language to anti language” একটি ছক [৮]

Language > Dominant Language > standard >
^ ^ ^
Sociolinguistic order Social Dialect Dialectal variation > Homogeneous
split ^ ^ ^ Social Linguistic order
Anti Language > Ghetto language > Non standerd >

এভাবে ধীরে ধীরে ভাষা অপভাষায় পরিণত হয়। ভাষা প্রাচীনকালে ইউটোপিয়ান পরিবারে থাকাকালীন শ্লীল ভাষা ছিল। তারপর তা পরিস্থিতি ও বাসস্থান ও পরিবেশ অনুসারে standard হয়ে পড়েছে। সামাজিক ভাষিক নির্দেশে অর্থাৎ Social linguistic order এ সমাজ ভাষাবিজ্ঞানেরর অন্তর্গত হয়ে, সামাজিক উপভাষার অন্যান্য ভাষাতে পরিণত হয়েছে। তারপর তা মহল্লার বা বস্তির ভাষায় অপাঙ্‌ক্তেয় শব্দে পরিণত হয়ে Anti language হয়ে পড়েছে। এভাবেই মান্য ভাষা অমান্য ভাষাতে পরিণত হয়েছে।

অভ্র বসু মহাশয় মনে করেন এসব অপাংক্তেয় শব্দগুলি Slang এর পরিভাষা হিসেবে Unconventional এর বেশি কাছাকাছি, যা সত্যই রীতিবিরুদ্ধ এর অংশীদার। চৌধুরী দুলাল কারবাংলার লোকসংস্কৃতির ‘বিশ্বকোষ’এ অনেকে আবার এদের নিষিদ্ধ শব্দ বলেছেন । এই নিষিদ্ধ শব্দগুলো লোকবিশ্বাস বা সংস্কার মূলক হতে পারে, সৌজন্যও শিষ্টাচার মুলক হতে পারে , গোপনীয়তা বা লজ্জা মূলক হতে পারে ,ঘৃণা মূলক হতে পারে, গালাগাল হতে পারে।তবে এইসব গালির ঐতিহাসিক অগ্রগতির মধ্যে বিভিন্ন প্রভাব বিরাজ করে। কারণ গালিগুলোতে হঠাৎ করে জন্মলাভ করেনি বা একই চরিত্র নিয়ে আসেনি। গালাগাল গুলো স্থানিক সংস্কৃতি, বয়স, গ্রাম , শহর, স্ত্রী-পুরুষ, শিক্ষার স্তর অনুসারে সামাজিক ভাবে, ধর্মীয় নীতি মূলক, সাংস্কৃতিক স্তর বিশেষে ,বহিরাগত ভাষা বিন্যাস এর দ্বারা মিশ্রিত হয়ে, নবজন্ম লাভ করে অসাংস্কৃতিক কলেবর প্রাপ্ত হয়েছে। ভাষা যেমন মানব সমাজ সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য বহন করে, তেমনি সমাজ-সংস্কৃতি ও ভাষার পট পরিবর্তন করে থাকে।আর সেই পটের অশ্লীল পটভূমি হলো গালাগাল বা slang language । আসলে গালাগালি গুলো ভাষার বিভিন্ন প্রকারের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত।

গালাগালকে লেনার্ড ব্লুমফিল্ড তাঁর ‘Language’ গ্রন্থে ‘গ্রাম্যভাষা’ আখ্যা দিয়েছেন। অর্থাৎ sub-standard language । তিনি Language কে পাঁচটি শ্রেনীতে বিভক্ত করেছেন[৯]

Language

I) Literary Standard বা মান্য সাহিত্যিক ভাষা।

II) Colloquial standard বা মান্য চলিত ভাষা।

III) Provincial standard বা প্রাদেশিক মান্য ভাষা।

IV) Substandard বা গ্রাম্য ভাষা।

V) Local Dialect বা আঞ্চলিক উপভাষা।

তিনি গ্রাম্য ভাষাকে Vulgar বা Bad এর সাথে তুলনা করেছেন । অবশ্য ভাষাবিজ্ঞানী মারিয়োপেই মহাশয় গ্রাম্য ভাষাকে Notional slang হিসেবে অভিহিত করেছেন।('The story of Language', Mario Pei, New York and Toronto, The new America library ,p--189,) [১০]

ডক্টর পবিত্র সরকারের মতে,শব্দ বলতে বোঝায় গালি, সব শব্দকে যা অন্যের প্রতি ব্যবহৃত হলে, তাকে আহত পীড়িত এবং লজ্জিত করে অন্তত মানসিকভাবে"।[১১]

http://www dictionary. Cambridge .org মতে -

"Slang is a very informal language that is used esp, in speech by particular groups of people and which sometimes includes words that are not polite." [১২]

http://www.marrian-webster.com মতে –

"slang is a language peculiar to a particular groups. An informal nonstandard vocabulary composed typically of coinages, arbitrarily changed words, and extravagant, forced, or factions figures of speech." [১৩]

সংজ্ঞাটি যথার্থতা আছে তবে গালাগাল সম্পর্কে এখানে বলা হয়েছে নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ভাষা । গালাগাল সকল সম্প্রদায়ের মুখের ভাষা। নির্দিষ্ট কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নয়, যথার্থতার অভাব দেখা যায় এই সজ্ঞায়।

উপরের link এ Slang এর কিছু সমার্থক শব্দ দেওয়া হয়েছে তা নিম্নরূপ

Argot- অপভাষা

Cant- নাকি সুরে কথা

Language of the underworld- অপরাধ জগতের ভাষা

Dialect- উপভাষা

Jargon- অপভাষা

Jive- বাজে কথা বা বককক

Lingo- শ্রেণী বা সম্প্রদায়ের ভাষা

Potois - গ্রাম্য ভাষা

Patter- বিড়বিড় করা বা বকবক করা

Shoptalk- আড্ডায় বাজে কথা/ দোকানদারি কথা

Terminology- পরিভাষা

স্ল্যাং কখনোই কোনো বিশেষ শ্রেণীর ব গোষ্ঠীর ভাষা হতে পারে না। সামাজিক, পারিবারিক, মানসিক ও রাজনৈতিক সমস্যা সকল মানুষেরই থাকতে পারে। এইসব সমস্যার কারণে সকল স্তরের মানুষের মনে বিশৃঙ্খলাতা আসতেই পারে। তাতে করে মনের রাগ ও জ্বালা এবং অতিষ্ঠতা থেকে মুক্তির জন্য তারা অশিষ্ট ভাষা বা গালাগাল ব্যবহার করতেই পারে। যা অ্যারিস্টোটলের ভাব মোক্ষণ এর মত ব্যাপার। তাই বলে গালাগাল শুধু বিশেষ শ্রেণীর ভাষা কি করে হলো? শিষ্ট, ভদ্র, অভদ্র, দোকানদার, চামার, মুচি, নাপিত, ধোবা, রক, কিশোর, কিশোরী, পুরুষ যে যে স্তরের হোক না কেন বৃদ্ধা নারী, বৃদ্ধ গালাগাল ব্যবহার করেই থাকে। তাই সংখ্যাগুলো বেশিরভাগই অস্পষ্ট ও অসম্পূর্ণ বলে আমাদের মনে হয়।

http://www.dictionary.com/brouse/slang মতে-

"Slang a very informal use in vocabulary and idiom that is characteristically more metaphorical, playful, elliptically vivid, and ephemeral than ordinary language, as hit the road.

Slang is speech and writing characterized by the use of vulgar and socially taboo vocabulary and idiomatic expression.

The jargon of a particular class, profession etc. The special vocabulary of thieves, vagabonds et ; argot".[১৪]

সংখ্যাটিকে গালাগাল কে বিবিধমুখী বিশেষণ দ্বারা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে। গালাগাল কে এখানে বহুল ব্যবহৃত আনুষ্ঠানিক ভাষা ও পদগুচ্ছের শব্দ ভান্ডার বলা হয়েছে। যা রূপক, উহ্য, প্রাণবন্ত ক্ষণজীবী রাস্তার ভাষা। গালাগাল কি আবার কথ্য অভিব্যক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে সামাজিক নীতিগত ও ধর্মগত নিষিদ্ধ শব্দ বলা হয়েছে। যা চোর বা ভবঘুরে জাতীয় নির্দিষ্ট শ্রেণীর লোকের উপভাষার বিশেষ শব্দকোষ। সংখ্যাটিতে একটু-আধটু অসম্পূর্ণতা থাকলেও গালাগাল এর পরিচিতি ও অভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির গুরু বৈশিষ্ট্যের যথার্থ সম্মেলন ঘটিয়েছেন। তাই উৎকৃষ্টতার দাবি রাখে উক্ত সংজ্ঞাটি।

আবার, "Classical Dictionary of the vulgar tongue"(1785)[১৫] গ্রন্থে Frances Grosse, Slang কে vulgar tongue বলতে বেশি স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেছেন। অবশ্য বাংলা ভাষাবিজ্ঞানে গালাগাল পরিভাষাটিই মনঃপুত বলে আমাদের মনে হয়।

https://www.collinsdictionary.com মতে- "Slang consists of words , expressions and meanings that are informal and are used by people who know each other very well of who have the same interests".[১৬]

"বাংলা একাডেমি অভিধান" মতে, "যেসব শব্দ, শব্দার্থ, বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ বন্ধু বা সহকর্মীদের মধ্যে আলাপকালে, বিশেষত কোনো শ্রেণী বা পেশায় মাত্র ব্যবহৃত হয়, কিন্তু শোভন বা আনুষ্ঠানিক রচনায় ব্যবহৃত হয় না,তাকে গালি বলে"।[১৭]

মোঃ আব্দুল হাই মহাশয় তাঁর "সুভাষন" প্রবন্ধে বলেছেন,

"প্রত্যেক দেশের স্কুলের ছেলেমেয়েদের নিজেদের মধ্যে এমন অনেকগুলো শব্দ ব্যবহৃত হয়। গুরুজনদের কানে সেগুলো পৌঁছলে তারা 'ত্ওবা-ত্ওবা' করবে কিংবা কানে আঙুল দেবে। এসব শব্দকে বলা হয় অপাংক্তেয় বা Slang words"।[১৮]

সংজ্ঞা তিনটিতে অসম্পূর্ণতার কথা বার বার লক্ষ্য করা গিয়েছে। সাধারণ ব্যক্তিদের মাঝে কথোপকথনের দ্বারা সৃষ্ট গালাগাল কথাটি সম্পূর্ণ ভাবে অসম্পূর্ণ, কারণ সংজ্ঞা গুলোতে নির্দিষ্ট পেশার বা শ্রেণীর শব্দ বা শব্দার্থ বা বিশিষ্টার্থক প্রয়োগ কে গালাগাল বলা হয়েছে। গালাগাল শুনে সকলেই প্রায় 'ত্ওবা-ত্ওবা' বলে থাকে তাতেই গালাগাল শব্দের সংজ্ঞা হয় না। এই সংজ্ঞাগুলো অসম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হয়েছে। আমাদের গবেষণাকর্মের প্রেক্ষিতে ও ক্ষেত্রসমীক্ষার অভিজ্ঞতায় প্রাপ্ত সংজ্ঞা নিম্নে বর্ণিত হলো-

যে শব্দ বা পদগুচ্ছ বা শব্দভান্ডার বা অপাংক্তেয় অশোভন ,প্রানবন্ত, রূপক, ক্ষণজীবি জাতীয় বদবুলি বা বদকথা সকল সম্প্রদায়ের মুখের ভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যা সজীব মনের বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া এবং আভ্যন্তরীণ অভিব্যক্তির ভাব মোক্ষণ ঘটায়। তথা রুচি ও সম্ভ্রমবোধ এর দিক থেকে আর্থ সামাজিক সংযম ও সুস্থ সংস্কৃতির যথার্থতায় অকথ্য। যা সব সময় অশ্লীল নাও হতে পারে, তবে শব্দের বিকৃতির গোপনীয়তার কারণে প্রতিপক্ষকে ক্ষুব্ধ করে। এবং কথককে তীব্র প্রক্ষোভ মোচনে প্রশান্তি বা তৃপ্তি দান করে, তাকে গালাগাল, ইতর শব্দ, বা অবর শব্দ, বা জনবুলি, বা রকিটকি, বা রক এর ভাষা বা ভার্বাল ভায়োলেন্স বলা হয়।

উদাহরণ বিশ্লেষণ

শ্লীল গালাগাল.	ছদ্মশ্লীল গালাগাল	অশ্লীল গালাগাল
ভেসলা	বোকাচোদা	মাগী
	তেজারা	
গোয়ার	বিচিপাকা মাল	গাঢ় মারানী

উপরোক্ত গালাগাল গুলো কোনোটা শব্দ, কোনোটা পদগুচ্ছ। এগুলো সামাজিক সভ্যতার ক্ষেত্রে অসভ্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, যেগুলো ক্ষনিককালের জন্য ঝগড়া বা মনের জ্বালা মেটানোর সময় উদ্ভূত হয়। তবে সব সময়ের জন্য নয়।

প্রথমত,

গোয়ার - রাগ বেশি একগুঁয়ে স্বভাব এর।

ভেসলা- যার ব্যক্তিত্ব নেই ।এই গালাগাল গুলো শ্লীল গালাগাল যা মানুষের অহং কে আহত করে কিন্তু কোনো অসামাজিক কাজের নির্দেশ করে না বা বিশেষভাবে আহত করে না।তাই এগুলো গালাগাল।

দ্বিতীয়ত,

বোকাচোদা- বুদ্ধিহীন বা বোকা শব্দটি শ্লীল গালাগাল । কিন্তু চোদা শব্দটি শ্লীল- অশ্লীল দুটোর সমন্বয়ে ছদ্মশ্লীল গালি । তেজারা - যৌন দক্ষতা সম্পন্ন অশ্লীল ব্যক্তি। 'জারুয়া' শব্দটির সঙ্গে 'তে' বর্ণগুচ্ছ টি যুক্ত হয়ে গালাগালটিকে আরো অশ্লীল করেছে।

বিচি পাকা মাল- অর্থাৎ বেশি যৌন দক্ষ ব্যক্তি। 'মাল' অর্থাৎ 'পুরুষের বীর্য' এখানে একটি গালাগাল। গালাগালটি গভীর দৃষ্টিতে খুলতে সাধারণ কথা মনে হলেও এর ভেতরে লুকিয়ে আছে অশ্লীলতা তাই এই গালাগালটি শ্লীল ও অশ্লীল এর মাঝামাঝি অবস্থায় ছদ্মশ্লীল ।

তৃতীয়ত,

মাগী- অশ্লীল যৌন কর্ম করে যে নারী ।

গাঁড়মারানি- পোদ মারা বা পুটকিমারা। সম্পূর্ণরূপে অশ্লীল গালাগাল ,অশোভনীয়, অসামাজিক, অসুস্থ শব্দের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত তাই গালাগালিটি অশ্লীল।

গালাগাল গুলোর শ্রেণীবিভাগ করতে গিয়ে, পল্লব সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর—"লোকসংস্কৃতির সীমানা ও স্বরূপ" গ্রন্থে যে বিভাগের কথাটি বলেছেন সেটি অনবদ্য ও বিজ্ঞানসম্মত । গালাগাল গুলোকে তিনি তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন--

গালাগাল

শ্লীল ছদ্ম শ্লীল অশ্লীল

নিষিদ্ধ রসিকতা অভিশাপ অত্যাচর ব্যভিচার জন্মকলঙ্ক কীর্তন

মাতৃগমন কন্যাগমন ভগ্নিগমন মনুষ্যত্ব নস্যাৎ প্রাণী জাতক

যৌনতা সম্বন্ধীয় পরস্ত্রী গমন বাচক মা বোন স্ত্রী মহিলা সম্বন্ধীয়

কিন্তু পবিত্র সরকার মহাশয় যে শ্রেণীবিভাগ করেছেন তা আরও বিজ্ঞানসম্মত ও বিস্তৃত। বর্তমান গবেষণায় এই শ্রেণীবিভাগ গুলো গালাগালের প্রকৃতি ও উৎপত্তি বিষয়ক আলোচনায় প্রয়োজনীয়। পবিত্র সরকার তাঁর "লোকভাষা ও লোকসংস্কৃতি" গ্রন্থে বলেছেন[১৯] --

গালাগাল

ধ্বনিরূপান্তর নির্ভর (morphonological) শব্দ গঠন নির্ভর

বাক্য শব্দ বা শব্দগুচ্ছ

ইচ্ছা ও চ্যালেঞ্জ অনুজ্ঞা বিবৃতি বাস্তব ভিত্তি মুলক. আরোপিত

অন্তরঙ্গ. বহিরঙ্গ

আরোপিত

অবৈধ অনুষঙ্গ মেটাফর ও রূপক ইচ্ছাপূরক আরোপ যৌন মিশ্র

যৌনতা অবৈধ যৌন সম্পর্ক

অবৈধ অসামাজিক অস্বাভাবিক জন্ম
জন্ম সম্পর্ক জন্ম সম্পর্ক জন্ম সম্পর্ক

অবৈধ যৌন সম্পর্ক
আত্ম কর্তৃক অন্য কর্তৃক

মেটাফর ও রূপক

ব্যক্তিবাচক বস্তুবাচক

শ্রেণী গোষ্ঠী সম্প্রদায় আত্মীয় অপার্থিব ও কল্পিত জীব পশুপাখি বস্তু

বস্তুবাচক

গোপন অঙ্গ বস্তু দ্রব্য ইত্যাদি

গালাগালি গুলো বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে তাদের আপন বৈশিষ্ট্য ও উৎসজাত কাহিনী প্রচার করবে বলে এই বিভাগ জরুরি বলে মনে হয় ।

গালাগালের বৈশিষ্ট্য -

গালাগাল এর বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচিত হলো -

১) গালাগালি গুলো হলো পদ, পদগুচ্ছ ,অপাংক্তেয় শব্দার্থ ও অভ্যন্তরীণ নিষিদ্ধ অভিব্যক্তি।

২) শব্দকে বিকৃত করে তীব্র প্রক্ষোভ মোচনের বা তৃপ্তিতে সহায়তা করে ।

৩) গালাগাল প্রত্যেক ভাষার একটি বিশিষ্ট শব্দভাণ্ডার। কারণ এর কোনো ব্যাকরণগত স্বাতন্ত্রতা নেই।

৪) গালাগালির ক্ষেত্রে শব্দার্থগত (semantic) বা আভিধানিক (lexical) মান্যতা বেশি, যেখানে ধ্বনিগত (phonetics), রূপগত (morphological) বা আন্বয়িক (syntactic) বিষয়টি ম্লান।

৫) স্ল্যাং মান্য ভাষা বহির্ভূত আঞ্চলিক বা বৃত্তিগত উপভাষার অন্তর্গত নয় ।

৬) স্ল্যাং বাক্যরীতি নির্ভর শব্দ ভান্ডার।

৭) অপ্রচলিত অর্থে প্রচলিত শব্দ, নতুন শব্দ, বিদেশি শব্দ, মুন্ডমাল খন্ডিত শব্দ ইত্যাদির দ্বারা গঠিত স্ল্যাং।[২৩]

৮) স্ল্যাং এর মাধ্যমে তাৎক্ষণিক বা ক্ষণজীবী শব্দ গঠিত হয়।

৯) অশ্লীল বা অশালীন না হলেও ভদ্র রুচিবিরুদ্ধ শব্দও স্ল্যাং।

আমাদের ক্ষেত্রসমীক্ষা সংগৃহীত স্ল্যাং গুলি বাংলা স্ল্যাং ল্যাঙ্গুয়েজ সংকলিত হয়নি-

সংগৃহীত স্ল্যাং গুলির অর্থ এবং প্রয়োগ

১) চুদির ভাই-

অর্থ- বেশ্যার ভাই, অশ্লীল।

প্রয়োগ- ঝগড়া, বিবাদে পুরুষ মানুষের প্রতি ব্যবহৃত।

উদাহরণ- এই চুদির ভাই, মোক মারিবা আসিছি!

২) মাদারীর বাচ্চা-

অর্থ- অসতী মহিলার ছেলে ।

প্রয়োগ- ঝগড়ায় ।

উদাহরণ- মাদারীর বাচ্চা কোথাকার। (অশ্লীল,মাতৃগমন)

৩) নাঙ চুন্নি-

অর্থ- চুপিসারে বেশ্যাবৃত্তি ,অশ্লীল।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- তুই নাঙচুন্নী মাগী সবাই জানে। (যৌনতা সম্পর্কীয়)

৪) মাগী-

অর্থ- বেশ্যাবৃত্তি করে যে নারী।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- এই মাগী এখন মিথ্যাকথা কচি। (অশ্লীল, যৌনতা সম্পর্কীয়)

৫) জারার বেটা-

অর্থ- জারজ সন্তানের ছেলে

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- জারার বেটা তুই আর কত ভালো হবু । (অশ্লীল, জন্মকলঙ্ক কীর্ত্তন)

৬) জারা-

অর্থ- জারজ সন্তান,

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- জারা তুই যে, ওইতনে ওংকা করচি। (অশ্লীল, জন্মকলঙ্ক কীর্ত্তন)

৭) তেজারা-

অর্থ- অনেক বেশী পরিমাণে নোঙরা ,জারজ সন্তান,।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- তেজারা না হলে এংকা করিস তুই। (অশ্লীল, জন্মকলঙ্ক কীর্ত্তন)

৮) গোলামের বেটা-

অর্থ- হীন প্রতিপন্ন করা।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- গোলামের ব্যাটার আর কি কাম। (শ্লীল,অকর্মণ্যতা)

৯) নাঙ চুন্নী মাগী-

অর্থ- চুপিসারে ,বেশ্যাবৃত্তি করা মহিলা।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- ওই যে পালাচে নাঙ চুন্নী মাগীটা। (অশ্লীল, যৌনতা সম্পর্কীয়)

১০) ভাতার-

অর্থ- স্বামী।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- তোর ভাতারের মুই খাও নাকি ব্যক্তবাচক। (ছদ্মশ্লীল, রূপক সম্পর্কীয়)

১১) গোয়ার-

অর্থ- একজেদী

প্রয়োগ- কেউ জিদ দেখালে

উদাহরণ- গোয়ারটা যেটা কবি সেটাই করবা হবি। (শ্লীল,ব্যভিচার)

১২) বাইনচোদ-

অর্থ- যৌন নোঙরামি যুক্ত পুরুষ

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- এই বাইনচোদ মোর সাথে লাগবা আসিনা। (অশ্লীল, পরস্ত্রীগমনবাচক)

১৩) শুয়োরের বাচ্চা-

অর্থ- পাশবিক আচরণকারী ব্যক্তি।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- শুয়োরের বাচ্চা তুই আর কত ভালো হবু, তোর কামটাই তো এমন।

(শ্লীল, প্রাণীজাতক)

১৪) কুত্তার বাচ্চা-

অর্থ- পাশবিক আচরণকারী ব্যক্তি, শ্লীল।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- ওই কুত্তার বাচ্চা কেনে চিল্লাচি। (শ্লীল, প্রাণীজাতক)

১৫) জানোয়ারের বাচ্চা-

অর্থ- পাশবিক আচরণকারী ব্যক্তি।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- জানোয়ারের বাচ্চা একটা তুই। (শ্লীল, প্রাণীজাতক)

১৬) হারামীর বাচ্চা-

অর্থ- বেইমানের বাচ্চা,

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- হারামীর বাচ্চা তুই মোর সাথে এংকা করলু। (শ্লীল, ব্যভিচার)

১৭) বোকাচোদা

অর্থ- যৌন ব্যপারে অনভিজ্ঞ ।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- এক নম্বরের বোকাচোদা তুই একটা । (অশ্লীল, অকর্মণ্যতা)

১৮) শালা-

অর্থ- স্ত্রী র বদমাইশ ভাই

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- এই শালা মোর এঠি আয়। (শ্লীল, নিষিদ্ধ রসিকতা)

১৯) খানকির বাচ্চা-

অর্থ- বদমাইশ মহিলার সন্তান,

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- খানকির বাচ্চা মোর জীবনটা জ্বালাই খাইল। (অশ্লীল, জন্মকলঙ্ক কীর্ত্তন)

২০) সাউয়া মারানী-

অর্থ- যৌন নোঙরামি,

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- যা এট থাকি সাউয়া মারানি। (অশ্লীল, যৌনতা সম্বন্ধীয়)

২১) বেশ্যা-

অর্থ- এক বা একাধিক পরপুরুষের সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত মহিলা,

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- তুই বেশ্যা আর মোক কচি আকথা। (অশ্লীল, অসামাজিক যৌন সম্পর্ককারিনী)

২২) বেশ্যা মাগী-

অর্থ- একাধিক পরপুরুষের সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত মহিলা

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- ওই বেশ্যা মাগীটা কি করবি এটি আসে? (অশ্লীল, অসামাজিক যৌন সম্পর্ককারিনী)

২৩) বাড়া-

অর্থ- পুরুষ লিঙ্গ

প্রয়োগ- মনের রাগ প্রকাশে

উদাহরণ- ধুর বাড়া তোর বাপের খাও নাকি। (অশ্লীল, গোপন অঙ্গ সম্পর্কীয়)

২৪) মাদারচোদ -

অর্থ- মায়ের সাথে , যৌনসম্পর্ককারী ব্যক্তি,

প্রয়োগ- অতিরিক্ত ঘৃণায় ,ঝগড়ায়।

উদাহরণ- ওই মাদারচোদ কি করচি তুই। (অশ্লীল, মাতৃগমন)

২৫) বাল-

অর্থ- গোপন জায়গার চুল

প্রয়োগ: মনের রাগ মেটাতে।

উদাহরণ- ধ্যাট বাল বলিস কি? (ছদ্মশ্লীল, গোপন অঙ্গ সম্পর্কীয়)

২৬) খানকী মাগী

অর্থ- বদমাইশ চরিত্রহীনা মহিলা, অশ্লীল

প্রয়োগ- ঝগড়ায়

উদাহরণ- খানকী মাগী তোর অবিশাপ মোক লাগবি না। (অশ্লীল, অসামাজিক যৌন সম্পর্ককারিনী)

২৭) সাউয়া-

অর্থ- মহিলা যৌন অঙ্গ,

প্রয়োগ- ঝগড়ায়, মনের রাগ মেটাতে।

উদাহরণ- সাউয়া মারানির ব্যাটা তোক কনু না ওটি যাবু না। (অশ্লীল, যৌনতা সম্বন্ধীয়)

২৮) পটের বিবি-

অর্থ- কোন কাজে না লাগা মহিলা।

প্রয়োগ- রাগ প্রকাশে।

উদাহরণ- পটের বিবি সাজি বসি আছি কামগুলা কে করবি। (শ্লীল, ব্যভিচার)

২৯) গাঢ়মারী-

অর্থ: নোঙরা যৌন সম্পর্ক করতে চাওয়া।

প্রয়োগ- ঝগড়ায়।

উদাহরণ- শালী তোর গাঢ়মারি, মোর সাথে ফরফরানি করিস। (অশ্লীল যৌনতা সম্বন্ধীয়)

৩০) নাড়িয়ার বাচ্চা-

অর্থ- মুসলিমের ছেলে,

উদাহরণ- এটো কাটা কিচ্ছু মানে না নাড়িয়ার বাচ্চা। (শ্লীল, সাম্প্রদায়িক)

দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীর ভাষায় গ্রামীণ এবং শহুরে নারীদের গালাগাল ব্যবহারের শতকরা হার নির্ণয় সারণি :-

		গ্রামীণ		শহুরে		গ্রামীণ ও শহুরে	
		ব্যবহার করেন	ব্যবহার করেন না	ব্যবহার করেন	ব্যবহার করেন না	ব্যবহার করেন	ব্যবহার করেন না
নারীর ভাষায় ব্যবহৃত গালাগাল	অপেক্ষাকৃত অধিক শিক্ষিত নারী	৬৫%	৩৫%	৪৫%	৫৫%	৬০%	৪০%
	অপেক্ষাকৃত অল্প শিক্ষিত নারী	৭৮%	২২%	৬৫%	৩৫%	৭০%	৩০%

০৬.০৭) নারীর ভাষায় ব্যবহৃত গালাগালের সারণী -

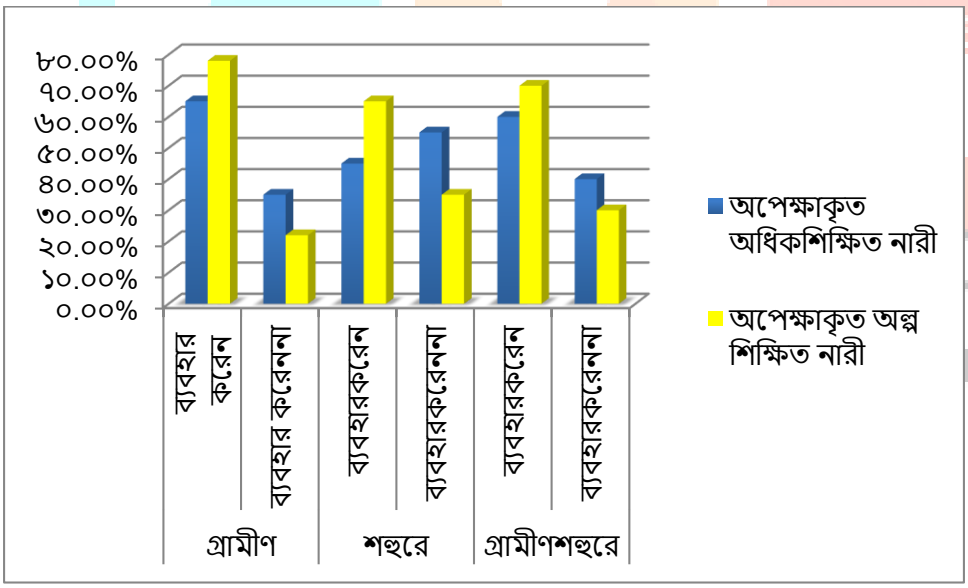

বহুল অত্যাচারের পরবর্তীতে তাদের নিজেকে বাঁচানোর জন্য তারা গালাগাল কে ব্যবহার করে। বর্তমান গবেষণায় কথোপকথনে নারীর কথায় এই বিষয়টি উঠে এসেছে। আমরা নারীদের গালাগাল এবং মানসিক অবস্থা তথা অর্থনৈতিক, সামাজিক পরিস্থিতির উপর ভিত্তি করে কিভাবে নারীর ভাষায় গালাগাল গুলো উঠে এসেছে তার পর্যালোচনা করেছি। সেই গালাগাল গুলোর গ্রামীণ, শহরে ও মধ্যবর্তী অঞ্চলের শতকরা গালাগাল ব্যবহারের হার নির্ণয়ের একটি সারণি প্রস্তুত করেছি। সারণিতে শারীরিক নিগ্রহের কারনে গ্রামীণ ও গ্রাম শহুরে মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভাষায় ব্যবহৃত গালাগালের পরিমাণ লিপিবদ্ধ করেছি। গালগুলো ব্যবহারের যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও মানসিক অবস্থা গুলো রয়েছে সেগুলো হলো শারীরিক নিগ্রহ, মানসিক অত্যাচার, ঝগড়া, রসিকতা, আর্থিক সমস্যায় জর্জরিত

হয়ে গালাগাল দেওয়া, মনোমালিন্যে গালাগাল দেওয়া, অন্য ব্যক্তির উপর হিংসা বা ঈর্ষায় গালাগাল দেওয়ার, নিজেকে অপমানিত বোধ করলে গালাগাল দেওয়া এবং কোন ব্যক্তির উপর শত্রুতা থাকলে তাকে গালাগালি দেওয়া ।

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীর গালাগাল ব্যবহারের শতকরা হার নির্ণয় সারণি :-

বিভিন্ন পরিস্থিতিতে দক্ষিণ দিনাজপুরের নারীর গালাগাল প্রয়োগ						
বিভিন্ন পরিস্থিতি	গ্রামীণ		শহুরে		গ্রামীণ ও শহরের মধ্যবর্তী	
	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না	হ্যাঁ	না
মানসিক অত্যাচার	৯০%	১০%	৫০%	৫০%	৮০%	২০%
ঝগড়া	৯৮%	০২%	৬৫%	৩৫%	৮৫%	১৫%
রসিকতা	২৫%	৭৫%	১০%	৯০%	১৫%	৮৫%
আর্থিক সমস্যায়	৫৫%	৪৫%	০৫%	৯৫%	৪০%	৬০%
মনোমালিন্যে	৫০%	৫০%	০২%	৯৮ %	১৫%	৮৫%
হিংসা বা ঈর্ষা	৬০%	৪০%	০৫%	৯৫%	৭০%	৩০%
অপমানিত হলে	৭০%	৩০%	১৫%	৮৫%	৩০%	৭০%
শত্রুতায়	৯০%	১০%	৪০ %	৬০ %	৭৫%	২৫ %
শারীরিক নিগ্রহ	৯৫%	০৫ %	৮৫ %	১৫ %	৯০ %	১০ %

পরিশেষে বলা যায় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার নারীর ভাষায় যেভাবে গালাগাল গুলো উঠে এসেছে তা অনবদ্য। নারীরা তাদের মানসিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিভিন্ন চাপে বিপর্যস্ত হয়ে কখনো বা রসিকতার মাধ্যমে যে সকল গালিগালাজ ব্যবহার করে থাকেন তা দক্ষিণ দিনাজপুরের ভাষায় এক নতুন মাত্রা সংযোজিত করবে। দক্ষিণ দিনাজপুরের উপভাষার বৈশিষ্ট্য এই গালাগাল গুলো ভাষার নব সংযোজন হিসেবে স্থান পাবে।

তথ্যসূত্রনির্দেশ :-

১) সুকুমার সেন, ১৯৮৩, ১২
২) Partridge Eric and Paul Beale. 1937, 34
৩) অভ্র বসু, ২০০৬ , ৩৪
৪) তদেব, ৩৪
৫) তদেব , ৩৪
৬) তদেব, ৩৫
৭) ভক্তি প্রসাদ মল্লিক, ২০০৩, ১২
৮) Halliday,M.A.K. 1978, 57
৯) Bloomfield, Leonard. 1935, 52
১০) পবিত্র সরকার, ২০০৩, ১৪১
১১) পবিত্র সরকার, ২০০৪, ৪৭

১২) http://www.dictionary.cambridge.org.

১৩) http://www.merriam-webster.com

১৪) http://www.dictionary.com/bro use.slang

১৫) Gross, Frances. 1785, 87

১৬) http://www.collinsdictionary.com

১৭) বাংলা একাডেমী অভিধান , ১৯৯৭, ৮৭

১৮) মুহম্মদ আব্দুল হাই, ২০০৭, ৩০১

১৯) পবিত্র সরকার, ২০০৩, ১১৭

উৎসপঞ্জি

অভ্র বসু, ২০০৬, *বাংলা স্ল্যাং সমীক্ষা ও অভিধান,* প্যাপিরাস, কলকাতা

আব্দুল মান্নান স্বপন, ২০১৪, *গালি অভিধান,* ঐতিহ্য ,ঢাকা

ডঃ সুকুমার সেন, ১৯৮৩, *ভাষার ইতিবৃত্ত,* ইস্টার্ণ পাবলিকেশন, কলকাতা
ধনঞ্জয় রায়, ২০০৬, *দিনাজপুর জেলার ইতিহাস,* কে পি বাগচি এন্ড কোম্পানি, কলকাতা
নির্মল দাস, ১৯৮৪, *উত্তরবঙ্গের ভাষা প্রসঙ্গ,* সাহিত্য বিহার, কলকাতা

ভক্তি প্রসাদ মল্লিক, ১৯৯৩, *অপরাধজগতের ভাষা ও শব্দ,* দেশ, কলকাতা

Bloomfield, Leonard. 1935, *Language,* Allen and Unwin Ltd, Museum street, London

Halliday, M.A.K. 1978, *Language as social semiotic : The social interpretation of language and meaning*, Edward Arnold, London

পবিত্র সরকার , ১৯৮৫, *গদ্যরীতি ও পদ্যরীতি*, সাহিত্য লোক, কলকাতা
পবিত্র সরকার, ১৪০৫, *ভাষা দেশ কাল*, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা
পবিত্র সরকার, ২০০৩, *ভাষাপ্রেম ভাষাবিরোধ*, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা
পবিত্র সরকার, ২০০৩, *লোকভাষা লোকসংস্কৃতি,* চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা
পবিত্র সরকার, *লোকভাষাও ছন্দ প্রবন্ধ,* ২০০৪, ডক্টর দুলাল চৌধুরী, *লোকসংস্কৃতি বিশ্বকোষ,* একাডেমি অব ফোকলোর, কলকাতা